সংবাদ

তারিখ ..... 8 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ......

কতকাল কাঁদবেন অবসরে যাওয়া শিক্ষকরা?

জুবায়ের আল মাহমুদ

পেশাগত কারণে কদিন আগে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধা দেয়ার জন্য গঠিত 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এবং বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট'-নামক দুটি প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার ক্যামেরা দেখে অন্তত ১২/১৪ জন শিক্ষক আমার কাছে এসে তাদের অবসরকালীন টাকা না পাওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন ভোগান্তির কথা তুলে ধরলেন। কেউ এসেছেন সামনে তার মেয়ের বিয়ে টাকা দরকার, এখান থেকে নিজের পাওনাটুকু পাবেন কিনা তার খোঁজে। আবার কেউ এসেছেন হজে যাওয়ার জন্য টাকা জমা দেবেন- এ কারণে নিজেদের সারা জীবনের নিংড়ানো সম্বলটুকুর খোঁজ নিতে। আবার কেউ এসেছেন কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতে কেউবা অসুস্থ চিকিৎসা করানোর টাকার খোঁজে। টাকার 'খোঁজে' বলছি বলে অন্যকিছু ভাববেন না। এগুলো আসলে তাদের নিজেদের মাসিক বেতন থেকে কেটে নেয়া টাকার অংশ।

কথা হলো ঢাকার অদূরে দোহারের জয়পাড়া মাহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে বছর দুই আগে অবসর নেয়া শিক্ষক আবদুস সামাদের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে রণাঙ্গনে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়া এই শিক্ষক আমার কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছেন, যেই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি। তিনি আমাকে বলেছেন, দেশ স্বাধীন করার পর আমি শিক্ষকতার মতো মহান পেশা বেছে নিয়েছিলাম। কারণ শিক্ষকরা জাতি গড়ার কারিগর। অথচ ৩১ বছরের শিক্ষকতা জীবন দুই বছরেরও বেশি সময় হয়েছে শেষ করেছি কিন্তু এখনো অবসরের টাকা বুঝে পাইনি। ক'দিন পরই আমার মেয়ের বিয়ে- খুব টাকার দরকার। সারা জীবন নিজের পরিবার, সংসার, ছেলেমেয়ে কোন কিছুর চিন্তা না করে শিক্ষকতা করে গিয়েছি। এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে কোন দিন ভাবিনি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে কি এই জন্য দেশ স্বাধীন করেছিলাম?

আবদুস সালাম স্যারের কথাগুলো শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। কারণ আমার বাবাও একজন শিক্ষক। আমার দেখা মতে আমার বাবা জীবনে কোন দিন মাস শেষে বেতন তুলতে পারেন নি। কারণ সরকার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন এক থেকে পাঁচ তারিখের মধ্যে দিতে সক্ষম হলেও বেছে বেছে শিক্ষকদের কাছে এসেই সঠিক সময়ে বেতন দিতে অপারগ হয়। এখনো আমার বাবা এক মাসের বেতন পান পরের মাসে। আমি এমনও দেখেছি যে, আমার বাবা দুই/তিন মাসও বেতনই পাননি। আমি এবং আমার ছোট ভাইকে লেখাপড়ার জন্য যখন রাজশাহী শহরে ছাত্রাবাসে থাকতে হলো, তখন দেখেছি আমার বাবা আশরাফ মাস্টারের কষ্টে ভরা জীবন। বেতন তোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দুই ভাইকে টাকা দিয়ে দিতেন। সংসার চলত সংসারের টাকায়। আমার বাবার বেতনের টাকায় আমাদের সংসার চলত না। অবশ্য এদিক থেকে আমরা একটু রক্ষা পেয়েছিলাম, কারণ আমাদের সংসারটা বড় ছিল। আমবাগানের পাশাপাশি মাঠে বেশ কিছু জমি থাকায় মোটামুটিভাবে চলে যেত। কিন্তু আমার বাবার মাদ্রাসায় বেশ কয়েকজন শিক্ষক রয়েছেন, যাদের ভরসা শুধুই চাকরি। যখন তারা দুই/তিন মাস বেতন পেতেন না, তখন মুদি দোকানে তাদের বাকিতে পণ্য কিনতে হতো। মাস শেষ হওয়ার পরও বেতন না পাওয়ার কারণে যখন দোকানদারকে টাকা দিতে পারতেন না, তখন ওই সব দুই ক্লাস পড়ালেখা জানা দোকানদাররা জাতির মেরুদণ্ড গড়ার কারিগরদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিত। এগুলো আমার চোখে দেখা। আমার ধারণা বাংলাদেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় যারা শিক্ষকতা করেন তাদের বড় একটা অংশের সাংসারিক জীবন এমনই।

আমার বাবা তার শিক্ষকতার টাকা দিয়ে আমাদের দুই ভাইকে পড়াশোনা করিয়েছেন। দোহারের আবদুস সামাদও তার মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করেছেন। শুধু মেয়ে নয়, তার আরো তিন সন্তানকে তিনি পড়িয়েছেন। তার মানে হলো সারা জীবন শিক্ষকতা করে আবদুস সামাদ যে টাকা বেতন পেয়েছেন তার পুরোটাই সন্তানদের পেছনে ব্যয় করেছেন। আবদুস সামাদ তার শিক্ষকতা জীবনে ২০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন। যারা আজ কিংবা আগামীতে সমাজকে আলোকিত করছে করবে। অথচ জাতি গড়ার শ্রেষ্ঠ এই মানুষগুলো আজ এসেছেন জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুর খোঁজ নিতে। বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে তবুও অবসরের টাকা যেন অধরাই থেকে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে বেসরবারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন-২০০২ অনুযায়ী অবসর সুবিধা বোর্ড পরিচালনা বিষয়ে প্রবিধিমালা-২০০৫ প্রণীত হয়। এই প্রবিধিমালার ধারা ১০ (০১) অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ২০০২ সালের পহেলা ডিসেম্বর থেকে চালু হয়। ১৯৮০ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে প্রতি বছর চাকরির জন্য ২ মাস এবং ২০০৫ সাল থেকে প্রতি বছরের জন্য ৩ মাসের সরকার প্রদত্ত বেতন, সর্বোচ্চ ২৫ ধণ্ডে চাকরিকাল গণনা করে সেই পরিমাণ টাকা দেয়া হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের বয়স ৬০ বছর অথবা চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হলে পূর্ণ অবসরপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেন।

কিন্তু প্রতি মাসের বেতন থেকে কেটে নেয়া অংশ, শিক্ষকদের কাছে অবসরের সঙ্গে সঙ্গে কেন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না?

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট্রের তথ্য বলছে, মূলত প্রয়োজনীয় টাকার অভাবেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কল্যাণে গড়া প্রতিষ্ঠান দুটি অচল হয়ে পড়েছে। কারণ ১৯৮০ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে অবসর সুবিধা দেয়া হলেও শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন থেকে অংশ কাটা শুরু হয় ২০০৫ সাল থেকে। চাহিদা মেটাতে দুই বোর্ডের মাসে ৩৬ কোটি টাকা প্রয়োজন হলেও শিক্ষকদের মাসিক বেতন থেকে মাসিক ৪ শতাংশ হারে কেটে নেয়া অর্থ এবং ব্যাংক মুনাফা থেকে থেকে আয় হচ্ছে মাত্র ১৮ কোটি টাকা। অথচ অবসর ভাতার জন্য প্রতি মাসে অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। জমতে জমতে দুই বোর্ডে এখন অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা প্রায় ৬৭ হাজার। এসব আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা।

সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দুই বোর্ডকে ৬৫০ কোটি টাকা দিলেও চলতি অর্থবছরে দেবেন কিনা সদ্য ঘোষিত বাজেটে তার সঠিক কোন নির্দেশনা নেই।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সোহরাব হোসেনের কাছে জানতে চাইলে, তিনি আমাকে বলেছেন, ২০১৫ সালে শিক্ষকদের অষ্টম জাতীয় পে-স্কেলের মাধ্যমে বেতন দেয়ার ফলে শিক্ষকদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ অবসর বোর্ডের জন্য কর্তনের হার বাড়ানো হয়নি। অর্থের ঘাটতিটা মূলত এখানেই। তিনি আরো জানালেন, অর্থের ঘাটতি পূরণে শিক্ষকদের মাসিক বেতন থেকে ৪ এর জায়গায় এখন থেকে ৬ শতাংশ টাকা কাটা হবে। পাশাপাশি তিনি চলতি অর্থবছরে সরকার অবসরে যাওয়া শিক্ষকদের দিক বিবেচনা করে বড় অংকের বরাদ্দ দেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষা সচিবের কাছ থেকে এই তথ্য শোনার পর আমার মনে একটি প্রশ্ন উদয় হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে ২০১৫ সালে। প্রশ্নটি হলো, তাহলে কি ২০১৫ সালের আগে শিক্ষকরা অবসরে যাওয়ার দুই এক মাসের মধ্যেই কি তাদের ভাতা পেয়ে যেতেন? আসলে তা নয়, শিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণ হয়েছে তাই কর্তনের হার বাড়ানো হবে-এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু সরকার যে বরাবরই শিক্ষকদের অবহেলার চোখে দেখে তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে স্বাধীনতার এতো বছর পরে গত অর্থবছরে এই প্রথম বারের মতো অবসর বোর্ডে দেশের সরকার অর্থ সহায়তা করেছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রাষ্ট্র কি ভুলে গেছে, যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে আজ এই পর্যায়ে যারা নিয়ে এসেছে, তাদের প্রত্যেককে কোন না কোন শিক্ষক সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। যারা আজকে রাষ্ট্রের প্রধান হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন, সচিব হয়েছেন, এমপি হয়েছেন তাদেরকেও তো কোন না কোন শিক্ষক পড়িয়েছেন। অথচ তারা শিক্ষকদের অবসরের টাকা সঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে আলাদা কোন বাজেট রাখেন না। নীতি নির্ধারকরা কি তবে নিজেদের শিক্ষকদের কথাও ভুলে গেছেন? যারা তাদের অ আ কিংবা ক খ শিখিয়েছেন? সেদিন যদি শিক্ষকরা তাদের এগুলো না শেখাতেন তাহলে কি তারা আজ নীতি নির্ধারক হতে পারতেন? আমার শেষ প্রশ্ন, আবদুস সামাদ স্যারদের আর কতদিন অবসর ভাতার জন্য কাঁদতে হবে?

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট
jubaernews24@gmail.com